অনুশীলনী—সমাধান

১। (ক) 'সব মানুষ হয় মরণশীল'।

বচনটি বিশ্লেষক নয় (সংশ্লেষক)। বিশ্লেষক বচনের বিরোধী বচন স্ববিরোধী হয়। কিন্তু প্রদত্ত বচনটির বিরোধী বচন 'কোন কোন মানুষ মরণশীল নয়' স্ববিরোধী নয়। কথাটি মিথ্যা হতে পারে কিন্তু স্ববিরোধী নয়।

(খ) 'সব রাজহাঁস হয় পাখি।'

বচনটি বিশ্লেষক। এখানে উদ্দেশ্যের অর্থের মধ্যেই বিধেয় নিহিত আছে। 'রাজহাঁস' শব্দটির অর্থ হল 'এক জাতের পাখি'। তাহলে কথাটি বিশ্লেষণ করলে তা হয় 'এক জাতের পাখি হয় পাখি', যার আকার হল 'কখ হয় খ'। বচনটির বিরোধী বচন তাই স্ববিরোধী। বিরোধী বচন স্ববিরোধী হলে মূল বচনটি বিশ্লেষক হয়।

(গ) 'মাছ জলে থাকে'

বচনটি বিশ্লেষক। 'মাছ' বলতে বোঝায় 'এক জাতের জলজীব'। তাহলে, বচনটির নিষেধ বচন হবে 'জলজীব জলে থাকে না', যা স্পষ্টতই স্ববিরোধী।

(ঘ) 'সমুদ্রে জল আছে'

দৃষ্টান্তগুলি Hospers-এর An Introduction to Philosophical Analyeis গ্রন্থ থেকে নেয়ো হয়েছে।

Scanned by CamScanner

বচনটি বিশ্লেষক। এখানে উদ্দেশ্যের অর্থের মধ্যেই বিধেয় নিহিত। 'সমুদ্র' শব্দের অর্থ হল 'জলাধার'। তাহলে, উদ্দেশ্যের অর্থ বিশ্লেষণ করলে বচনটি হবে 'জলাধারে জল আছে'। বচনটির সত্যতা নির্ধারণের জন্য কেবল শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলেই চলে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

(ঙ) 'স্বভাবী ব্যক্তির আচরণ সংখ্যা গরিষ্ঠের মতো'

আপাতদৃষ্টিতে বচনটিকে বিশ্লেষক মনে না হলেও **আসলে তা বিশ্লেষক**। সংখ্যা-গরিষ্ঠের আচরণেকেই স্বভাবী ব্যক্তির আচররূপে গণ্য করা হয়। কাজেই 'স্বভাবী ব্যক্তির আচরণ' এবং 'সংখ্যা গরিষ্ঠের আচরণ' কথা দুটি সমার্থক। এমন ক্ষেত্রে প্রদত্ত বচনটির আকার হয় 'ক হয় ক'।

(চ) 'যদি তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম কর তাহলে কৃতকার্য হবে'

আপাতদৃষ্টিতে বচনটিকে বিশ্লেষক মনে না হলেও **আসলে তা বিশ্লেষক**। এখানে 'যথেষ্ট পরিশ্রম করা' কথাটির অর্থ হল 'কৃতাকার্য না হওয়া পর্যন্ত পরিশ্রম করা'। তাহলে, কথার অর্থ বিশ্লেষণ করলে বচনটি হবে 'যদি তুমি কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত পরিশ্রম কর তাহলে কৃতকার্য হবে।

(ছ) 'সব মানুষ স্বার্থপর'।

বচনটি বিশ্লেষক নয় (সংশ্লেষক)। 'মানুষ' শব্দটির অর্থের মধ্যে স্বার্থপরতা নিহিত নেই। বচনটির নিষেধ বচন 'কোন কোন মানুষ স্বার্থপর নয়' স্ববিরোধী নয়। 'সব মানুষ স্বার্থপর নয়'—এমন চিন্তার মধ্যে কোন দোষ নেই।

(জ) 'সমুদ্র সমতটে জল ২১২° ফরেনহাইটে ফোটে।

বচনটি বিশ্লেষক নয়। বচনের অন্তর্গত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে বচনটির সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না, সত্যতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, বচনটির নিষেধ বচন 'সমুদ্র সমতলে জল ২১০° ফারেনহাইটে ফোটে না' স্ববিরোধী নয়।

(ঝ) 'সে সৎ এবং অসৎ উভয়ই নয়'।

বচনটি বিশ্লেষক, কেননা অবশ্যম্ভব সত্য। কথাটির মানে হল 'যদি সে সৎ হয় তাহলে অসৎ নয়' অথবা 'যদি সে অসৎ হয় তাহলে সৎ নয়'। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, দুটি বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ একই বস্তুতে এককালে হতে পারে না। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বচনটি তাই স্বতোসত্য। বচনটির সত্যতা নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, বচনটির নিষেধ বচন 'সে সৎ এবং অসৎ উভয়ই' স্ববিরোধী।

(ঞ) 'কালো বিড়াল হয় কালো'

বচনটি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষক। বচনটির আকার হল 'কখ হয় ক' এবং বচনটির বিরোধী বচন 'কালো বিড়াল নয় কালো' স্ববিরোধী।

(ট) 'বৃত্তে সরল রেখা থাকে না'।

বচনটি বিশ্লেষক। 'বৃত্ত' বলতে বোঝায় 'একটি বক্ররেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র'। বৃত্তের এপ্রকার অর্থ ধরলে বচনটি হবে 'একটি বক্ররেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রে সরল রেখা থাকে না।' কথাটি স্বতোসত্য এবং কথাটি সত্যতা জানার জন্য শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণই যথেষ্ট, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া বচনটির নিষেধ বচন স্ববিরোধী। 'একটি বক্ররেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রে সরল রেখা থাকে' এমন চিন্তা করাই যায় না।

(ঠ) 'এই দৌড় প্রতিযোগিতায় সেই হবে সবচেয়ে ভাল দৌড়বাজ যে জিতবে'।

বচনটি বিশ্লেষক। এখানে উদ্দেশ্যের এবং বিধেয়ের অন্তর্গত শব্দদুটির অর্থ একই। দৌড় প্রতিযোগিতায় যে জেতে তাকেই বলা হয় 'সব চেয়ে ভাল দৌড়বাজ'। 'যে দৌড়বাজ প্রতিযোগিতায় জেতে' এবং 'দৌড় প্রতিযোগিতায় সব চেয়ে ভাল দৌড়রাজ' কথাদুটির অর্থ অভিন্ন। কাজেই বচনটির আকার হল 'ক হয় ক'।

Scanned by CamScanner

(ড) 'কোন একদিন বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে বিরোধ থাকবে না।

বচনটি বিশ্লেষক। এখানে 'কোন একদিন' কথাটির বিশেষ অর্থ আছে। 'কোন একদিন' বলতে এখানে 'যে কোন একটা দিনকে' বোঝানো হচ্ছে না। এখানে 'কোন একদিন' কথাটির মানে হল 'এমন একদিন যেদিন বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে বিরোধ থাকবে না'। 'কোন একদিনে'র এই অর্থ ধরলে বচনটি হবে 'এমন একদিন যেদিন বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না সেদিন বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে বিরোধ থাকবে না'। স্পষ্টতই বচনটি বিশ্লেষক।

(ঢ) 'সব রাজহাস সাদা'

বচনটি বিশ্লেষক নয় (সংশ্লেষক)। 'সাদা হওয়া' রাজহাঁসের আবশ্যিক ধর্ম নয়, সাদা না হলেও কোন পাখীকে 'রাজহাঁস' বলা যেতে পারে। বচনটির বিরোধী বচন 'কোন কোন রাজহাঁস সাদা নয়' স্ববিরোধী নয়। 'রাজহাঁস সাদা নয়' এমন চিন্তার মধ্যে কোন দোষ নেই।

(ণ) 'এক গজ হল তিন ফুট'

বচনটি বিশ্লেষক। 'গজ' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হল 'তিন ফুট'। এই অর্থ ধরে বচনটিকে বিশ্লেষণ করলে তা হবে 'তিন ফুট হয় তিন ফুট', যার আকার হল 'ক হয় ক'। বচনটির নিষেধ বচন 'তিন ফুট নয় তিন ফুট' স্ববিরোধী।

(ত) 'বহুসংখ্যক ব্যক্তির চাকরী না থাকলে তার ফল হয় বেকারত্ব'।

বচনটি বিশ্লেষক। বহুসংখ্যক লোকের চাকরী না থাকাকেই 'বেকারত্ব' বলা হয়। এই অর্থ ধরে বচনটি হয় 'বেকারত্বের ফল হল বেকারত্ব' যা স্পষ্টতই বিশ্লেষক।

(থ) 'ত্রিভূজ হল তিন কোণ বিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র'

বচনটি বিশ্লেষক। এখানে বিধেয়তে কেবল উদ্দেশ্যের অর্থকে, ত্রিভূজের লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্যকে, উল্লেখ করা হয়েছে। 'তিনকোণবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র হওয়া' ত্রিভূজের লক্ষণসূচক (আবশ্যিক) বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। বচনটি অবশ্যম্ভব সত্য এবং বচনটি যে সত্য তা জানার জন্য কেবল 'ত্রিভূজের' সংজ্ঞা জানলেই চলে, অভিজ্ঞতায় প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া বচনটির বিরোধী বচন 'ত্রিভূজ নয় তিনকোণবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র' স্ববিরোধী। তিন কোণবিশিষ্ট নয় এমন কোন ত্রিভূজ চিন্তা করাই যায় না।

Scanned by CamScanner